কুলের উৎপাদন প্রযুক্তি

বংশ বিস্তার

 দু’ভাবে বংশবিস্তার করা যায়। ১। বীজ থেকে এবং (২) কলম তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। বীজ থেকে চারা পেতে হলে বীজকে ভিজা গরম বালির ভেতর দেড় থেকে দুই মাস রেখে দিলে চারা তাড়াতারিড় গজাবে, না হলে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। অন্যাদিকে, কলমের চারা পেতে হলে নির্বাচিত স্থানে বীজ বপন ও চারা তৈরি করে তার উপর বাডিং এর মাধ্যমে কলম করে নেয়াই শ্রেয়। বলয়, তালি অথবা টি-বাডিং যে কোন পদ্ধতিতেই বাডিং করা যায়। তালি, চোখ কলম অপেক্ষা সহজ। বাডিং করার জন্য বীজের চারার রুটস্টক’ বয়স ৯ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে। জাত স্থান ও জলবায়ুভেদে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন থেকে শুরু করে মধ্য-আষাঢ় থেকে মধ্য-ভাদ্র মাস পর্যমত্ম বাডিং করা যায়। তবে বাংলাদেশের জন্য মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-আষাঢ় হল উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে সায়ন সংগ্রহের উদ্দেশে নির্বাচিত জাত এবং ‘রুটস্টক’ উভয়েরই পুরানো ডাল-পালা মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ মাসে ছাঁটাই করে দিতে হবে। অতঃপর নতুন শাখাকে বাডিং এর কাজে লাগাতে হয়।

মাটি

 যে কোন ধরণের মাটিতেই কুলের সমেত্মাষজনক ফলন পাওয়া যায়। কুলগাছ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে। তবে ভারী ও সামান্য ক্ষারযুক্ত বেলে দোআঁশ মাটিতে কুলের ভাল ফলন পাওয়া যায়।

মাটি ও জমি তৈরি

 বাগান আকারে চাষের জন্যউঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ভাল। তাছাড়া বাড়ির আনাচে-কানাচে, পুকুরপাড়ে অথবা আঙ্গিনায় পড়ে থাকা অনুর্বর ধরণের মাটিতেও গর্ত করে কুলের চাষ করা যায়।

রোপণ প্রণালী

 বাগান আকারে চাষের জন্য বর্গাকার রোপণ প্রণালী অনুসরনীয়। রোপণ দূরত্ব ৬-৭ মিটার। জাত ও স্থান ভেদে দূরত্ব কম-বেশি হবে। চারা রোপণের মাসখানেক পূর্বে ১\*১\*১ মি আকারের গর্ত তৈরি করে নিতে হবে।

রোপণের সময়

 মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র এবং মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র

চারা রোপণেল ১০-১২ দিন পুর্বে নিমণলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/গাছ |
| ইউরিয়া | ২০০-২৫০ গ্রাম |
| টিএসপি | ২০০-২৫০ গ্রাম |
| এমপি | ২৪৫-২৫৫ গ্রাম |
| পচা গোবর | ২০-২৫ কেজি |

পরিচর্যা

 শুষ্ক মৌসুমে, বিশেষত ফুল ও ফল ধরার সময়ে মাসে ১বার সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। চারাগাছ (বীজের অথবা কলমে) হলে প্রথম বছর গাছটির কাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গাছের গোড়া থেকে ৭৫ সেমি উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা যাবে না। এর উপরে শক্ত-মামর্থ কিছু শাখা-প্রশাখা গাছের অবস্থা অনুযায়ী রাখতে হবে যেন ডালপালা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

প্রুনিং বা ছাঁটাই

 ছাঁটাইয়ের সময় শক্ত সমর্থ শাখাগুলোর গোড়া থেকেনা কেটে কিছু অংশ রেখে অগ্রভাগ কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া দুর্বল, রোগ ও কীট দৃষ্ট ও ঘনভাবে বিন্যস্ত ডালগুলো গোড়া থেকে কেটে পাতলা করে দিতে হবে। অতঃপর নতুন যে ডালপালা গজাবে সেগুলোও বাছাই করে ভাল ডালগুলো রেখে দুর্বল ডাল কেটে ফেলে দিতে হবে।

বয়স বাড়র সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিমণরূপ হবে।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| গাছের বয়স | গোবর/কম্পোস্ট কেজি | ইউরিয়া (গ্রাম) | টিএসপি (গ্রাম) | এমপি (গ্রাম) |
| ১-২ | ১০-১২ | ২৫০-৩০০ | ২০০-২৫০ | ২০০-২৫০ |
| ৩-৪ | ১৫-২০ | ৩৫০-৫০০ | ৩০০-৪৫০ | ৩০০-৪৫০ |
| ৫-৬ | ২১-২৫ | ৫৫০-৭৫০ | ৫০০-৭০০ | ৫০০-৭০০ |
| ৭-৮ | ২৬-৩৫ | ৮০০-১০০০ | ৭৫০-৮৫০ | ৭৫০-৮৫০ |
| ৯ ও তদুর্ধ | ৩৬-৪৫ | ১১৫০-১২৫০ | ৯০০-১০০০ | ৯০০-১০০০ |

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

 উপরোক্ত সার বছরে ২-৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ফল ধরার পর, ফল সংগ্রহের পর ও বর্ষার পর উপরোক্ত সার প্রয়োগ করা ভাল। সার দেওয়ার পর হালকা সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দেওয়া উত্তম।

ফল সংগ্রহ

 জাত অনুসারে মধ্য-পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ফলের রং হালকা সবুজ বা হলদে হলে সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন

গাছপ্রতি ৫০-২০০ কেজি।

অন্যান্য পরিচর্যা

কুল গাছের পাউডারী মিলডিউ রোগ দমন

 কুলের পাউডারী মিলডিউ একটি মারাত্মক রোগ। ফলন হ্রাস পায়। ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এরাগ হয়ে থাকে। গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ হতে ঝরে পরে। গাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং অন্যান্য পোষক উদ্ভিদে এ রোগের জীবানু বেঁচে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিসত্মার লাভ করে। উষ্ণ ও ভিজা আবহাওয়ায় বিশেষকরে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় এ রোগ দ্রম্নত বিসত্মার লাভ করে।

প্রতিকার

1. গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিওভিট নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পরবর্তীতে ১৫ দিন পর পর দুবার স্প্রে করতে হবে।